অধ্যায় - ৩ ♦(ইবাদত)

জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তরঃ

১ ।মানুল সৃষ্টির উদেশ্যে কী ?

উত্তর ঃ আল্লাহর ইবাদত করা ।

২ । সালাতের ফারসি প্রতিশব্দ কী ?

উত্তর ঃ নামায ।

৩ । সাওম কী ?

উত্তর ঃ সাওম হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিতের সাথে পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকা ।

৪ । নিসাব কী ?

উত্তর ঃ নিসাব হলো ন্যূনতম সম্পদ, যা থাকলে যাকাত ফরয হয় ।

৫ । ইলম কী ?

উত্তর ঃ ইলমের অর্থ হলো জ্ঞান, জানা, অবগত হওয়া, বিদ্যা ইত্যাদি । ইলম হলো কোনো বস্তুর প্রকৃত অবস্থা জানা ।

অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তরঃ

১ । ইবাদত বলতে কী বোঝ ?

উত্তর ঃ দৈনন্দিন জীবনে মানুল মহান আল্লাহর আদেশ (যেমন- সালাত, সাওম, হজ, যাকাত, পালন করা এবং নিষেধ যেমন- সুদ, ঘুষ, বেপর্দা, বেহায়াপনা ইত্যাদি পরিহার করে ।) মেনে চলাকে ইবদত বলে । তেমনিভাবে নবি ও রাসুলের দেখানো পথ অনুযায়ী একে অপরের সাথে চাছচলন এবং আচার-ব্যবহার করাও ইবাদত ।

২ । মানুষ কেন চতুষ্পদ জন্তু কিংবা তার চেয়ে অধম হয়ে যায় ?

উত্তর ঃ আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি মানুষ ও অন্যান্য প্রণিকুলের মধ্যে পার্থক্য হলো বিবেক বুদ্ধি ও জ্ঞানের । যদি মানুষ সে বিবেক বুদ্ধি ও জ্ঞান দিয়ে আল্লাহর ইবাদত করতে না পারে তাহলে সে চতুষ্পদ জন্তু কিংবা তার চেয়ে অধম হয়ে যায় ।

৩ । সাওম বলতে কী বোঝায় ?

উত্তর ঃ সাওম আরবি শব্দের আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা । এর ফারষি প্রতিশব্দ রোযা । ইসলামি শরিয়াতের পরিভাষায়, সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ইবাদতের নিয়তে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছায় যাবতীয় পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকার নাম সাওম ।

৪ । সাওমের মৌলিক উদ্দেশ্য কী ?

উত্তর ঃ আল- কুরআনে সাওমের তিনটি মৌলিক উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে । যথা: (ক) তাকওয়া অর্জন, (খ) আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা ও (সা.) আল্লাহর শোকর গোজার হওয়া ।

৫ ।যাকাত অস্বীকারকারী মুসলিম থাকে না কেন ?

উত্তর ঃ যাকাত একটি ফরয ইবাদত । এটি পালন না করলে কবিরা গুনাহ হয় । কিন্তু যাকাত অস্বীকার করলে মূলত আল্লাহকে অস্বীকার করা হয় । এটা মূলত সরাসরি আল্লাহ তায়ালার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করা । এতে ইসলামি জীবন দর্শনের শৃঙ্খলা বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হয় । এ কারণেই যাকাত অস্বীকারকারীরা মুসলিম থাকে না ।

১.নং প্রশ্নের উত্তর

পৃথিবীতে সবচেয়ে সম্মান ও মর্যাদার পেশা হলো শিক্ষকতা। আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স) নিজেকে শিক্ষক পরিচয় দিয়েছিলেন। বারাকাত সাহেব তাই শিক্ষকতা পেশাকে আদর্শ পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী ও ব্যক্তিত্ববোধসম্পন্ন মানুষ। তাছাড়া তিনি ছাত্রদের প্রতি ভালোবাসা ও মমত্ববোধসসম্পন্নও বটে। শিক্ষকতার মহান পেশায় তিনি একজন আদর্শ শিক্ষক।

ক. শিক্ষক কে ?

খ. শিক্ষকতা কেন সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পেশা ?

গ. বারাকাত সাহেব কীভাবেত একজন আদর্শ শিক্ষক হতে পারেন ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বারাকাত সাহেবের শিক্ষকতা পেশাকে বেছে নেওয়ার যৌক্তিকতা মূল্যায়ন কর।

উত্তরঃ (ক)

যিনি আমাদের শিক্ষা দেন, তিনিই শিক্ষক।

উত্তরঃ (খ)

শিক্ষকতা হলো পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মান ও মর্যাদার পেশা। কারণ–
শিক্ষক হলেন আদর্শ জাতি গঠনের কারিগর। নবি ও রাসুলগণ ছিলেন তাঁদের স্বীয় উম্মতের শিক্ষক এবং তাঁরা শিক্ষক হিসেবে দুনিয়াতে এসেছিলেন। শিক্ষকগণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়ে থাকেন।

উত্তরঃ (গ)

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদার পেশা হলো শিক্ষকতা।
বারাকাত সাহেব শিক্ষকতা আদর্শ পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। একজন আদর্শ শিক্ষক হতে হলে তার করণীয় ও অনুসরণীয় বিষয়সমূহ হলো–
বারাকাত সাহেবকেত আদর্শিক জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে এবং তাকে নিজস্ব ধর্মীয় দর্শন ও অন্যান্য জীবনদর্শন সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে হবে। উত্তম আদর্শের ভিত্তিতে তিনি ছাত্রদের গড়ে তুলবেন। কথা ও কাজে মিল রাখবেন এবং আদর্শ প্রচারে কৌশলী ও সাহসী হবেন। শিক্ষকতাকে নিজের জীবনের পেশা ও নেশা হিসেবে নিতে হবে। এমনকি দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণকে সামনে রেখে এ পেশায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। শিক্ষক হিসেবে বারাকাত সাহেবকে অন্যায়ের ব্যাপারে আপসহীন হতে হবে।
উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়াও তাকে গভীর জ্ঞানী, ব্যাক্তিত্ববোধসম্পন্ন, বিচক্ষণ ও আন্তরিক হতে হবে। তাহলেই তিনি একজন আদর্শবান শিক্ষক হতে পারবেন।

উত্তরঃ (ঘ)

পৃথিবীতে সবচেয়ে সম্মান ও মর্যাদার পেশা হলো শিক্ষকতা। পেশা হিসেবে শিক্ষকতাকে বেছে নিতে হলে অবশ্যই কিছু বিশেষ গুণের অধিকারী হতে হবে। শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেওয়া বারাকাত সাহেবের জন্য যৌক্তিক কারণ–
শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করলে তার কিছু শ্রেষ্ঠ গুণের অধিকারী হতে হয়, যা বারাকাত সাহেবের বিদ্যমান। বারাকাত সাহেব আদর্শবান, অত্যন্ত জ্ঞানী এবং ব্যক্তিত্ববোধসম্পন্ন। তিনি তার ছাত্রদের অত্যন্ত স্নেহ করেন ও ভালোবাসেন। তিনি জানেন যে একজন শিক্ষক ছাত্রদের ভয় দেখিয়ে নয়, ভালোবেসে, মায়া-মমতা দিয়ে পড়ালে ছাত্ররা আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে। এছাড়া প্রিয় নবি রাসুল (স) ছিলেন মানুষের শিক্ষক। শ্রেষ্ঠ পেশা হিসেবে শিক্ষকতাকে তিনি বেছে নিয়েছেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মর্যাদাপূর্ণ পেশা হলো শিক্ষকতা। তাই তার গুণের সাথে মিলিয়ে তিনি এটিকে নিজের পেশা হিসেবে নিয়েছেন।
উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে স্পষ্ট যে বারাকাত সাহেবের শিক্ষকতা পেশাকে বেছে নেওয়া যৌক্তিক হয়েছে।

সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর ♦ ০২

জনাব সাদিকুল ইসলাম একজন ব্যবসায়ী। বিভিন্ন উপায়ে তিনি প্রচুর অর্থ-সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। তিনি নিয়মিত সালাত ও যাকাত আদায় করেন না, কিন্তু প্রতিবছর হাজ্জ পালন করেন। তিনি মনে করেন, "হাজীদেরকে আল্লাহ একজন সদ্যজাত শিশুর মতো নিস্পাপ করেন"। বিষয়টি তার বন্ধু মোক্তার আলী জানতে পেরে মন্তব্য করেন,
"তোমার হাজ্জ শুদ্ধ হয় নি।"

(ক) কোন জনগোষ্ঠীর উপর হাজ্জ ফরয নয়?
(খ) "হাজীদের সম্মান ও মর্যাদা অনেক বেশি"-বিষয়টি বুঝিয়ে লিখ।
(গ) সাদিকুল ইসলামের মনোভাব শরীআতের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
(ঘ) সাদিকুল ইসলামের হাজ্জ পালন সম্পর্কে মোক্তার আলীর বক্তব্যের যথার্থতা নির্ণয় কর।

উত্তর (ক)

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপর হাজ্জ ফরয নয়।

উত্তর (খ)

হজ্জ পালনকারী ব্যক্তি আল্লাহর খুবই প্রিয় বান্দা। আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেন। মহানবী (স) বলেছেন "পানি যেমন ময়লা-আবর্জনা ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয় হাজ্জও তেমনি মানুষের মনের ময়লা ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয়।" সুতরাং হাজীদের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূলের বিভিন্ন বর্ণনা হতে বুঝা যায়, তাদের সম্মানও মর্যাদা অনেক বেশি।

উত্তর (গ)

জনাব সাদিকুল ইসলামের ধারণা অমথলক ও অর্থহীন। কারণ শরীআতে হাজ্জের যেমন গুরুত্ব রয়েছে তেমনি ইসলামের অন্যান্য রুকনগুলোরও গুরুত্ব রয়েছে। যদি সাদিকুল ইসলাম সালাত, সাওম, যাকাত নিয়মতান্ত্রিকভাবে আদায় করেন এবং ইসলামি

বিধান অনুযায়ী হাজ্জ পালন করেন, তাহলে অবশ্যই তিনি শিশুর মতো নিস্পাপ হবেন। হাজ্জ জীবনে একবার ফরজ। আর প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় ফরয। এভাবে অন্যান্য সব বিধান যথাযথভাবে পালন করে তারপর বারবার হাজ্জ পালনে ব্রতী হলে সেটা জনাব সাদিকুল ইসলামের জন্য নাজাতের একটা উছিলা হতে পারে।

উত্তর (ঘ)

অনুচ্ছেদে উল্লেখিত জনাব সাদিকুল ইসলামের হজ্জ পালন সম্পর্কে মোক্তার আলীর বক্তব্য যথার্থ হয়েছে।

প্রথমত : প্রত্যেক ধনী মুসলমানের উপর হাজ্জ জীবনে একবার মাত্র ফরয। অথচ তিনি প্রতিবছর হাজ্জ পালন করে থাকেন যা নফলের পর্যায়ে পড়ে। বাংলাদেশের মতো দরিদ্র জনগোষ্ঠির মানুষ হিসাবে যার বৈধতা প্রশ্নের সম্মুখীন।

দ্বিতীয়ত : হাজ্জের ন্যায় অন্যান্য আহকাম যেমন– সালাত, সাওম, যাকাত রয়েছে। সেগুলোকে গুরুত্ব না দিয়ে সে কবীরা গুনাহ করছে প্রতিনিয়ত।

তৃতীয়ত : তার ব্যবসায়ের টাকাই তো হালাল নয়। অবৈধ পথের উপার্জনের টাকা দিয়ে কবুল হাজ্জ নসীব হওয়ার আশা করাটা দুরাশা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সুতরাং এসব তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, জনাব সাদিকুল ইসলামের

প্রতি বছর হাজ্জ পালনের ব্যাপারে মোক্তার আলীর বক্তব্য সম্পূর্ণ যথার্থ হয়েছে। অর্থাৎ সাদিকুল ইসলামের হাজ্জ অর্থহীন ও অগ্রহণযোগ্য।

প্র্যাকটিস অংশ: সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. হাবীব সাহেবের ব্যক্তিগত সম্পদ অনেক। তিনি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক। তিনি নির্দিষ্ট উপায়ে এবং ইসলামের বিধানমতো যাকাত আদায় করে থাকেন। মহাগ্রন্থ আল কুরআন তিলাওয়াতের সময় তিনি যাকাত আদায়ের প্রতি বারবার তাগিদ অনুভব করেন। রাসূলের (স)-এর বাণী ও তাকে যাকাত আদায়ে অনুপ্রাণিত করে।
   (ক) যাকাত শব্দের অর্থ কী?
   (খ) যাকাত আদায়ের পরিমাণ বর্ণনা কর।
   (গ) হাবীব সাহেবের যাকাত প্রদান একজন যাকাত প্রদানে অবহেলাকারীর জীবনে কীভাবে কাজে লাগবে?
   (ঘ) কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যাকাতের অর্থনৈতিক প্রভাব আলোচনা কর।

২. ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর আমলে একদল নৌমুসলিম যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। খলিফাতুল মুসলিমীন তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। আমাদের সমাজেও এ ধরনের অনেক লোক আছেন যারা সালাত আদায় করেন, কিন্তু যাকাত দেন না। হযরত আবু বকর (রা)-এর ঘোষণা তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে।
   (ক) যাকাত অর্থ কী?
   (খ) আবু বকর (রা) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন কেন?
   (গ) যাকাতের মাধ্যমে কীভাবে দারিদ্র্য বিমোচন করা যায় বর্ণনা কর।
   (ঘ) "যাকাত ইসলামের সেতুবন্ধন" - ব্যাখ্যা কর।

৩. রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তিকালের পর একদল বেদুঈন মুসলিম যাকাত আদায় করতে অস্বীকার করে। খলিফা আবু বকর (রা) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কেননা যাকাত অস্বীকার করে মুসলিম থাকা যায় না। বর্তমানে অনেকেই আছে যারা ঠিকমতো নামায পড়ে কিন্তু যাকাত আদায় করে না। আবু বকর (রা)-এর যুদ্ধ ঘোষণা তাদের জন্য দৃষ্টান্ত হতে পারে।
   (ক) যাকাত অর্থ কী?
   (খ) যাকাত অস্বীকারকারীরা মুসলিম থাকে না কেন?
   (গ) যাকাতের মাধ্যমে কীভাবে অভাব ও দরিদ্রতা দূর করা যায় বর্ণনা কর।
   (ঘ) যাকাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য মূল্যায়ন কর।

৪. হাবীব সাহেবের ব্যক্তিগত সম্পদ অনেক। তিনি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক। তিনি নির্দিষ্ট উপায়ে এবং ইসলামের বিধানমতো যাকাত আদায় করে থাকেন। মহাগ্রন্থ আল কুরআন তিলাওয়াতের সময় তিনি যাকাত আদায়ের প্রতি বারবার তাগিদ অনুভব করেন। রাসূলের (স)-এর বাণী ও তাকে যাকাত আদায়ে অনুপ্রাণিত করে।
   (ক) যাকাত শব্দের অর্থ কী?
   (খ) যাকাত আদায়ের পরিমাণ বর্ণনা কর।
   (গ) হাবীব সাহেবের যাকাত প্রদান একজন যাকাত প্রদানে অবহেলাকারীর জীবনে কীভাবে কাজে লাগবে?
   (ঘ) কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যাকাতের অর্থনৈতিক প্রভাব আলোচনা কর।

৫. ঢাকার একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়িতে যাকাতের কাপড় দেওয়া হবে শুনে সকাল থেকেই কয়েক হাজার দরিদ্র নারী-পুরুষ ভিড় জমায়। বেলা বারোটার দিকে যাকাত দেওয়া শুরু হলে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। লোকজনের হুড়োহুড়িতে অনেকে পদপিষ্ট হয়। এতে ঘটনাস্থলেই চার জন মারা যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলে বাড়ির মালিক গেট বন্ধ করে দিয়ে আত্মগোপন করে। এ ধরনের একটি সংবাদ খবরের কাগজে ফলাও করে প্রকাশিত হয়। ধর্ম শিক্ষক কাগজটি হাতে নিয়ে ক্লাসে ঢোকেন এবং শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকষর্ণ করেন।
(ক) যাকাত কী?
(খ) যাকাত কাদের ওপর ফরয এবং তার নিসাব সম্বন্ধে ধারণা দাও।
(গ) আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য দূরীকরণে যাকাত কী ভূমিকা রাখতে পারে তোমার মতামত দাও।
(ঘ) যাকাতের ধর্মীয় গুরুত্ব ও তাৎপর্য মূল্যায়ন কর।

৬. রমযান মাসে জাহিদ বাজারে গিয়ে দেখতে পায় তার বন্ধু সাঈদ দিনের বেলা হোটেলে ভাত খাচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে জাহিদ সাঈদকে বলল, তুমি কি জান না মহান আল্লাহ রমযান মাসে সাওম ফরয করেছেন এবং সাওমের অনেক ফযীলাত রয়েছে? তাছাড়া সাওম মানুষের চরিত্র গঠনেও গুরুত্বর্পূ ভূমিকা পালন করে।
(ক) সাওম কাকে বলে?
(খ) সাওমের মৌলিক উদ্দেশ্য কী কী?
(গ) জাহিদের বন্ধুকে সাওম পালনে আগ্রহী করার জন্য জাহিদ কুরআন ও হাদিসের আলোকে কী ভূমিকা রাখতে পারে?
(ঘ) "সাওম মানুষের চরিত্র গঠনেও গুরুত্বপর্ণ ভূমিকা পালন করে" - জাহিদের উক্তিটি কি সমর্থনযোগ্য? তোমার যুক্তি প্রদর্শন কর।

৭. খোলাফায়ে রাশিদীনের যুগে সরকার ধনীদের নিকট থেকে যাকাত সংগ্রহ করে ইসলামি বিধানমতে তা বিতরণ করত। বাংলাদেশে সম্প্রতি কিছু ধনী লোক গরিবদের মাঝে শাড়ি ও লুঙ্গি বিতরণের মাধ্যমে যাকাত প্রদান করে থাকে। যাকাত প্রদানের পূর্বে তারা যাকাত প্রদানের কথা ঘোষণা করে এবং ঐ কাপড় নেওয়ার জন্য প্রচুর দরিদ্র লোক ভিড় করে। ফলে কখনও কখনও অনেক লোক পদদলিত হয়ে মারা যায়। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে এ খবর প্রকাশিত হয়।
(ক) যাকাত শব্দের অর্থ কী?
(খ) যাকাত বলতে কী বোঝায়, ব্যাখ্যা কর।
(গ) বাংলাদেশের ধনী ব্যক্তিগণ কীভাবে যাকাত প্রদানের বিকল্প পন্থা অবলম্বন করতে পারে?
(ঘ) বাংলাদেশের বর্তমান আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে যাকাতের গুরুত্ব মূল্যায়ন কর।

৮. ইয়াকুব আলী একজন ধনী ব্যক্তি। তিনি নিয়মিত দান-খয়রাত করেন। কিন্তু যাকাত আদায় করেন না। একজন বিজ্ঞ আলেম বিষয়টি জানার পর ইয়াকুব আলীর কাছে যান এবং জানতে পারেন যে, যাকাতের ব্যাপারে তার জ্ঞানের ঘাটতি রয়েছে। আলেম সাহেব তৎক্ষণাৎ ইয়াকুব আলীকে যাকাতের নিসাব, যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত, যাকাতের অন্যান্য মাসয়ালা-মাসায়িল এবং যাকাতের আর্থসামাজিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য বুঝিয়ে বলেন। এতে ইয়াকুব আলী নিয়মিত যাকাত আদায়ে উদ্বুদ্ধ হন।
(ক) নিসাব কী?
(খ) যাকাত ফরয হওয়ার শর্তসমথহ ব্যাখ্যা কর।
(গ) যাকাত প্রদানের মাধ্যমে ইয়াকুব আলী কী কী যাকাতের সামাজিক শিক্ষালাভ করতে পারে?
(ঘ) যাকাতের অর্থনৈতিক গুরুত ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

৯. গনি মিয়া এলাকার সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। তিনি নিয়মিত যাকাত দানের মধ্য দিয়ে আত্মতৃপ্তি বোধ করেন। তিনি মনে করেন যাকাত দানের ফলে তার সম্পদ পবিত্র হয় এবং আত্মার পরিশুদ্ধি ঘটে। অন্যদিকে, হারিছ মিয়া ধনী হওয়া সত্ত্বেও যাকাত আদায় করেন না। এমনকি দরিদ্রদের দান-খয়রাতও করেন না। ফলে এলাকার লোক তাকে পছন্দ করে না।
(ক) নিসাব কী?
(খ) যাকাতের মাসারিফ বলতে কী বোঝায়, ব্যাখ্যা কর।
(গ) গনি মিয়ার যাকাত দ্বারা এলাকার লোক কীভাবে উপকৃত হতে পারে? ব্যাখ্যা কর।
(ঘ) কুরআন ও হাদিসের আলোকে হারিছ মিয়ার পরিণতি বিশ্লেষণ কর।

১০. ইউসুফ আলী তার গ্রামের গরিবদের বাছাই করে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কাউকে গরু, কাউকে ছাগল এবং কাউকে হাঁস-মুরগি কেনার জন্য টাকা দিয়ে সাহায্য করেন। এরপর তিনি তাদের বলেন, "আগামী বছর মূল টাকা ফেরত দিলে এর দ্বিগুণ টাকা সাহায্য করব। আর যদি কেউ ফেরত দিতে না পারে তাহলে পরবর্তীতে কোনো আর্থিক সাহায্য করব না।" ইউসুফ আলী গ্রামবাসীকে জানান নি যে, এই টাকা তার যাকাতের টাকা। এ বিষয়ে তিনি কয়েকজন আলেমের সাথে

আলাপ করলে তাঁরা তাকে কিয়াস করার পরামর্শ দেন এবং বলেন,আল্লাহ বলেছেন, "তাদের (ধনীদের) ধনসম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিত লোকদের অধিকার রয়েছে।"

(ক) কিয়াস কী?

(খ) যাকাত দানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর।

(গ) ইউসুফ সাহেবের আর্থিক সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে গরিবদের স্বাবলম্বী করার বিষয়টি ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) "তাদের (ধনীদের) ধনসম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিত লোকদের অধিকার রয়েছে।" - অনুচ্ছেদের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

১১. খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে সরকার ধনীদের নিকট থেকে যাকাত সংগ্রহ করে ইসলামি বিধান মতে গরিবদের মাঝে বিতরণ করতেন। সম্প্রতি জামিল নামে জনৈক ব্যক্তি ঘোষণা দিয়ে যাকাত প্রদান করেন। ফলে যাকাত নেয়ার জন্য অনেক লোক একত্রিত হয়। মানুষের ভিড়ে ও চাপে কয়েকজন মৃত্যুবরণ করে।

(ক) যাকাত প্রদান করা কী?

(খ) আল্লাহ তায়ালা কেন যাকাত ফরজ করেছেন? বুঝিয়ে লেখো।

(গ) জামিল সাহেব কীভাবে শরীয়ত সম্মত উপায় যাকাত দিতে পারেন? ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) জামিল সাহেবের যাকাত দানের পদ্ধতি কুরআন ও হাদিসের আলোকে মূল্যায়ণ করো।

১২. রহমান সাহেব ধনাঢ্য ব্যক্তি। নিয়মিত সালাত আদায় করেন। একাধিকবার হজ করেছেন। দরিদ্রদের অনেক টাকা দান করেন। তিনি কখনো সম্পদের হিসাব করে যাকাত দেন না। প্রতি রমজান মাসে টাকা দান করেন এবং ধার নেন এতেই তার যাকাত আদায় হয়ে যায়। রহমান সাহেব সম্পর্কে ইমাম সাহেব বলেন, যাকাতের শর্তাবলী অনুসরণ ব্যতীত যাকাত আদায় শুদ্ধ হয় না। নির্দিষ্ট খাত ব্যতীত যাকাত দেয়া যায় না। যাকাতে সামাজিক গুরুত্বও অনেক।

(ক) যাকাত শব্দের অর্থ কী?

(খ) যাকাতের মাসারিফ কয়টি ও কি কী?

(গ) কী পন্থায় রহমান সাহেব সঠিকভাবে যাকাত দিতে পারেন বর্ণনা করো।

(ঘ) 'যাকাত কেন ফরজ হয়' ইমাম সাহেবের বক্তব্য অনুযায়ী যাকাতের সামাজিক গুরুত্ব বর্ণনা করো।

১৩. নামান সাহেব একজন ধনি লোক। তিনি নিয়মিত যাকাত আদায় করেন না। তার ধারণা যাকাত আদায় করলে সম্ভদ কমে যাবে। একথা শুনে মসজিদের ইমাম সাহেব বললেন, যাকাত প্রদানে সম্পদ কমে না বরং সম্পদ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এছাড়া যাকাত ধনি ও গরিবদের মাঝে সম্প্রীতির বন্ধনকে সুদৃঢ় করে।

(ক) যাকাত শব্দের অর্থ কী?

(খ) নিয়মিত যাকাত আদায় বলতে কী বুঝায়?

(গ) যাকাত সম্পর্কে নোমান সাহেবের মনোভাব ইসলামি শরীয়াতের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) 'যাকাত ধনী ও গরিবের মাঝে সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করে'- ইমাম সাহেবের এই উক্তি তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

১৪. আব্দুল কুদ্দুস নিয়মিত নামাজ পড়েন। ফরজ নামাজের সাথে সাথে সুন্নত, নফল নামাজও যতড়ব করেই পড়েন। তিনি একজন ধনী ব্যবসায়ী। বিভিন্ন সময়ে দান খয়রাত করেন কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী যাকাত আদায় করেন না। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা) যাকাতকে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের তৃতীয় স্তম্ভ হিসেবে উল্লেখ করেছেন?

(ক) ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ কী?

(খ) ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলার কারণ কী?

(গ) আব্দুল কুদ্দুসের নামাজ পড়া ও যাকাত না দেয়া সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি নিরূপণ করো।

(ঘ) ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলার কারণ কী?

১৫. আমাদের দেশের বেশির ভাগ লোক গরিব। অন্যদিকে কিছু লোক সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছে। কিন্তু তারা ঠিক মতো জাকাত দেয় না। যারা ধনী তাদের সম্পদে গরিবের হক আছে। জাকাত দেওয়ার মাধ্যমে এই হক আদায় করতে হবে। এই যাকাতের মাধ্যমে সমাজে অর্থনৈতিক পরিবর্তন আনা সম্ভব।

(ক) যাকাত অর্থ কী?

(খ) যাকাত ফরজ হওয়ার শর্তবলী কী কী?

(গ) 'যাকাতের মাধ্যমে সমাজে অর্থনৈতিক পরিবর্তন আনা সম্ভব'- ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) যাকাতের সামাজিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো।

১৬. লতিফ সাহেব একজন বিত্তবান ব্যক্তি। তিনি নিয়মিত সালাত আদায় করেন। কিন্তু যাকাত আদায়ের ব্যাপারে উদাসীন। তার ধারণা যাকাত দিলে সম্পদ কমে যাবে। মসজিদের ইমাম সাহেব সাহেব তাকে বললেন, যাকাত সম্পদকে পবিত্র করে। ধনী গরিবের ব্যবধান কমিয়ে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করে। যাকাত ধনী গরিবের মাঝে সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করো।

(ক) মুরতাদ শব্দের অর্থ কী?
(খ) ধনীদের উপর যাকাতের বিধান দেওয়ার উদ্দেশ্য কী?
(গ) যাকাত সম্পর্কে লতিফ সাহেবের ধারণা শরীআতের আলোকে ব্যাখ্যা করো।
(ঘ) 'যাকাত ধনী গরিবের মাঝে সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করে'- ইমাম সাহেবের এ উক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

১৭। টিফিন পিরিয়ডে রহিমের বন্ধুরা মাঠে খেলতে যাচ্ছিল। তখন রহিম বলল, "চল আমরা সবাই নামাযে যাই।" কারণ আল াহ বলেছেন, "নামায কায়েম কর, নিশ্চয়ই নামায মানুষকে অশ ীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।" একথা শুনে ফাহিম ছাড়া সকলেই গিয়ে মসজিদে জামাআতের সাথে নামায আদায় করল।
(ক) নামায বলতে কী বোঝ?
(খ) "নামায মানুষকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।" - কীভাবে?
(গ) বন্ধু ফাহিমকে রহিম আর কীভাবে নামায আদায় করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে?
(ঘ) "জামাআতে নামায আদায়ের মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়" - কথাটি মূল্যায়ন কর।

১৮। রহিম ও করিম দুজনই মাঠে কাজ করে। দুপুর হল আযান দিল। রহিম বলল, চল নামায পড়ে আসি। নামায পড়লে মহান আল াহ তার বান্দার সকল কাজে বরকত দেন এবং সকল প্রয়োজন মিটিয়ে দেন। সকল সমস্যা সমাধান করে দেন। করিম বলল, মালিকের কাজ ছেড়ে
গেলে সে কাজের পয়সা দিবে না বলেই করিম নামায পড়ল না।
(ক) সালাত অর্থ কী? ১
(খ) সালাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের কী কী প্রয়োজন মিটাবেন? ২
(গ) ইসলামের দৃষ্টিতে কীভাবে করিমকে সালাত আদায়ে উদ্বুদ্ধ করা যায় - ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) "সালাত মানুষের সকল প্রয়োজন মিটাতে পারে" - বিশ্লেষণ কর। ৪

১৯। হাবীব সাহেবের ব্যক্তিগত সম্পদ অনেক। তিনি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক। তিনি নির্দিষ্ট উপায়ে এবং ইসলামের বিধানমতো যাকাত আদায় করে থাকেন। মহাগ্রন্থ আল কুরআন তিলাওয়াতের সময় তিনি যাকাত আদায়ের প্রতি বারবার তাগিদ অনুভব করেন। রাসূলের (স)-এর বাণী ও তাকে যাকাত আদায়ে অনুপ্রাণিত করে।
(ক) যাকাত শব্দের অর্থ কী?
(খ) যাকাত আদায়ের পরিমাণ বর্ণনা কর।
(গ) হাবীব সাহেবের যাকাত প্রদান একজন যাকাত প্রদানে অবহেলাকারীর জীবনে কীভাবে কাজে লাগবে?
(ঘ) কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যাকাতের অর্থনৈতিক প্রভাব আলোচনা কর।

২০। শাকিল সাহেব একজন ধনী ব্যক্তি। বয়স চল্লিশোর্ধ। তিনি যাকাত ও হাজ ব্যতীত অন্যান্য মৌলিক ফরয কাজ পালন করেন। হাজের কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, বৃদ্ধ হলে হাজ করব। ইসলামি জ্ঞানে একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি বললেন, মৃত্যু কখন আসবে কেউ বলতে পারে না। আল্লাহর আদেশ ও তাঁর রহমত পেতে হলে ধনী মুসলমানদের যত শীঘ্র সম্ভব হাজ আদায় করা উচিত।
(ক) হাজ অর্থ কী?
(খ) কাদের ওপর হাজ ফরয?
(গ) হাজ ফরয হওয়ার পরেও যারা আদায় করে না, তাদের কীভাবে হাজ আদায়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করা যায়? বিস্তারিতভাবে লেখ।
(ঘ) কুরআন ও হাদিসের আলোকে হাজের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

২১। শাকিল সাহেব একজন ধনী ব্যক্তি। তিনি যাকাত ও হাজ ব্যতীত অন্যান্য মৌলিক ফরয কাজ পালন করেন কিন্তু হাজ পালনে অনিহা প্রকাশ করতেন। কিন্তু তিনি এবার মসজীদের ইমামের কাছে বিস্তারিত জেনে সৌদি আরবে গিয়ে হাজ পালন করে আসেন।
(ক) ইবাদাত কী?
(খ) আমরা কেন ইবাদাত করি?
(গ) শাকিল সাহেবের মত অন্যান্য বিত্তশালীদের কীভাবে হাজ আদায়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করা যায়? বিস্তারিত লেখ।
(ঘ) হাজের ফলে শাকিল সাহেবের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক পরিবর্তন বর্ননা কর।

২২। সজীব সাহেব হাজ করাকে শুধু অর্থের অপচয় মনে করেন। একথা জেনে একজন বিজ্ঞ আলিম বললেন, "হাজ ধনী মুসলমানের জন্য ফরয। এটা মুসলমানদের বিশ্ব সম্মেলন। হাজের মাধ্যমে বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হয়। মন থেকে সংকীর্ণতা, কৃপণতা ও অপচয়প্রবণতা দূরীভূত হয়ে উদারতার বিকাশ ঘটে। লোভলালসা ও স্বার্থচিন্তামুক্ত হয়ে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টিতে হাজ অনন্যভূমিকা পালন করে।

(ক) হাজ অর্থ কী?
(খ) “হাজ মুসলমানদের বিশ্ব সম্মেলন”- বুঝিয়ে বল।
(গ) সজীব সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামের দৃষ্টিতে কীরূপ ব্যাখ্যা কর।
(ঘ) উদ্দীপকের আলোকে হাজের সামাজিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

২৩। রফিক সাহেব ধনী ব্যবসায়ী। নানা অবৈধ উপায়ে তিনি বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছেন। তিনি নিয়মিত নামায পড়েন না। রোযা রাখেন না। দান-খয়রাত করেন, তাও খুবই কম। তবে প্রতিবছর তিনি হাজ করেন। কেননা তিনি শুনেছেন, হাজ করলে জীবনের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়। বিজ্ঞ আলিমগণ বলেন, শফিক সাহেবের হাজ অর্থহীন, অগ্রহণযোগ্য।

(ক) ‘হাজ’ অর্থ কী?
(খ) হাজ কাদের ওপর ফরয?
(গ) শফিক সাহেবের হাজ অর্থহীন ও অগ্রহণযোগ্য কেন? ব্যাখ্যা কর।
(ঘ) শফিক সাহেব কীভাবে সমাজে একজন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হতে পারতেন? ব্যাখ্যা কর।

২৪। শাহেদ সাহেব একজন ধনী ব্যবসায়ী, অবৈধ উপায়ে তিনি বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছেন। তিনি নিয়মিত নামায পড়েন না রোযা রাখেন না। দান-খয়রাত করেন। তবে প্রতিবছর তিনি হাজ করেন। কারণ তিনি শুনেছেন, হাজ করলে জীবনের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়। বিজ্ঞ আলেমগণ বলেন, শাহেদ সাহেবের হাজ অর্থহীন, অগ্রহণযোগ্য।

(ক) হাজ কাকে বলে?
(খ) শাহেদ সাহেবের হাজ অর্থহীন ও অগ্রহণযোগ্য কেন?
(গ) কীভাবে শাহেদ সাহেবের হাজ অর্থবহ ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে? ব্যাখ্যা কর।
(ঘ) শাহেদ সাহেবের জীবনে হাজের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

২৫। মনোয়ার সাহেব প্রতিবছর হাজ করেন। কিন্তু ঠিকমতো নামায আদায় করেন না। তার অনেক আত্মীয় গরিব। তাদের কোনো খোঁজখবর নেন না, বরং সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন প্রতিবছর হাজ করার কারণে তার সকল অপরাধ মাফ হয়ে যায়। বিজ্ঞ আলেম বলেন, মনোয়ার সাহেবের হাজ্জ অর্থহীন। তার হাজ্জে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন না।

(ক) হাজ বলতে কী বোঝায়?
(খ) হাজের আধ্যাত্মিক শিক্ষায় মহানবী (স)-এর একটি বাণী উল্লেখ কর।
(গ) কীভাবে মনোয়ার সাহেবের হাজ অর্থবহ ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে?
(ঘ) ‘হাজের মাধ্যমে বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধের স্বরূপ প্রকাশ পায়” উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

২৬। মি: ক একজন ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ। বৈধ-অবৈধ উপায়ে তিনি প্রচুর অর্থ সম্পদের মালিক হয়েছেন। সামনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন। তিনি পবিত্র মক্কায় যাতায়াত ও হজ ƒµয়া সম্পাদন করার মতো আর্থিক ও দৈহিক সংগতি রাখেন বিধায় তিনি হজ পালনের সিদ্ধান্ত নিলেন। আমাদের সমাজে হাজিদের মর্যাদা ও সম্মান অনেক বেশী।

(ক) হজ জীবনে কতবার ফরজ?
(খ) হজের আবশ্যকীয় কাজগুলো লেখ।
(গ) মি: ক এর হাজ কি গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে লেখ।
(ঘ) আমাদের সমাজে হাজিদের মর্যাদা ও সম্মান অনেক বেশী - বিশ্লেষণ করো?

২৭। আব্দুল্লাহ একজন দিনমজুর। সে সারাদিন মোতালেব মিয়ার ইটের ভাটায় কাজ করে সন্ধ্যায় মোতালেব মিয়ার নিকট মজুরি চায়। মোতালেব মিয়া মজুরি নিয়ে প্রতিদিন আব্দুল্লাহ এর উপর উত্তেজিত হয়। যদি সে মহানবি (স) এর মজুরি সংক্রান্ত হাদিসটি জানত তবে কখনই আব্দুল্লাহ এর সাথে ঐরূপ আচরণ করত না।

(ক) পণ্য উৎপাদনে কোন ২টি জিনিস অপরিহার্য?
(খ) শ্রমিককে ঘাম শুকানেরা আগে পারিশ্রমিক দিতে হবে কেন?
(গ) মোতালেব মিয়ার আব্দুল্লাহর সাথে কিরূপ আচরণ করা উচিত? ইসলামের নীতি অনুসারে ব্যাখ্যা করো।
(ঘ) শ্রমিকদেরকে মহানবি (স) সে অধিকার প্রদান করেছেন তা মূল্যায়ন করো।

২৮। শামীম তার বাবাকে বলল: শিক্ষক ও গুরুজনকে সম্মান করতে হবে। কারণ পিতামাতার পরেই শিক্ষকদের স্থান। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা সত্যিকারের মানুষ হিসাবে গড়ে উঠেছি। তাদের সাথে ভালো ব্যবহার ও ভালো আচরণ করা আমাদের কর্তব্য।

শিক্ষকের দোয়া ও শ্রমই জবিনের উন্নতির চাবিকাঠি।

(ক) শিক্ষক কারা?
(খ) পিতামাতার পরেই শিক্ষকের স্থান - বুঝিয়ে লেখো।

(গ) শামীমের মনোভাব শিক্ষকদের প্রকৃত মূল্যায়নে প্রতিচ্ছবি - তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো।
(ঘ) “শিক্ষকদের দোয়া ও শ্রমই জীবনের উন্নতির চাবিকাঠি” - উক্তিটির যথার্থতা যাচাই করো।

→♦←